রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ২২, ১৯৮৯

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ

বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন

১১৬(ক), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৯৬/৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৩৩৪ আইন/৮৯—Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXXVII of 1985) এর section 37 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। শিরোনাম।—এই প্রবিধিমালা বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (XXXVII of 1985) ;

(খ) "ইনষ্টিটিউশন" অর্থ অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন ;

(গ) "সভা" অর্থ কাউন্সিলের সভা ;

(ঘ) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের সদস্য ;

(ঙ) "কাউন্সিল" অর্থ অধ্যাদেশ-এর ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কাউন্সিল ;

মূল্যঃ ৯০ পয়সা

(চ) "লাইসেন্স" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ছ) "পরিদর্শনকারী অফিসার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর অধীন নিযুক্ত ইন্সপেক্টর।

ধারা-১

৩। কাউন্সিল (এর) সভা।—(১) প্রত্যেক বৎসর কাউন্সিলের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যান সকল সভার স্থান নির্ধারণ করিবেন।

(২) কাউন্সিলের সভার জন্য প্রত্যেক কাউন্সিল সদস্যকে কমপক্ষে ২১ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় হইতে ২০ মিনিটের মধ্যে কোরাম না হইলে উক্ত সভা একই সময় ও স্থানে পরবর্তী দিবস পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে এবং অনুরূপ স্থগিত সভায় যদি কোরাম না হয়, তাহা হইলেও কোরামের অনুপস্থিতিতেই উক্ত সভা যে উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছিল সেই সকল কার্য সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সভার সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

(৫) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সদস্য সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই কেবলমাত্র এই কারণে সভার কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না বা উহার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হইলে, চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে উক্ত বিষয়টি সদস্যদের মতামত এর জন্য প্রচার করা যাইতে পারে এবং উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি থাকিলে উক্ত সিদ্ধান্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। নির্বাহী কমিটি।—(১) কাউন্সিলের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা, কার্যাবলী এবং সদস্যদের শর্তাদি কাউন্সিল কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভার নিয়মাবলী উহা কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

৫। তহবিল হইতে টাকা উত্তোলন।—মহা পরিচালকের অথবা মহা পরিচালকের মনোনীত দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে ইনষ্টিটিউশনের তহবিলের টাকা উত্তোলন করা যাইবে।

৬। উইং ও বিভাগ।—(১) ইনষ্টিটিউশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে কাউন্সিল ইনষ্টিটিউশনে যতগুলি উইং বা বিভাগ গঠন করার প্রয়োজন বোধ করে ততগুলি উইং বা বিভাগ গঠন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে ষ্টাণ্ডার্ডস উইং, টেষ্টিং উইং ও প্রশাসনিক উইং নামে তিনটি উইং থাকিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠনকৃত উইং বা বিভাগ ঐ সকল কাজ সম্পাদন বা শারিত্ব পালন করিবে যে সকল কাজ বা দায়িত্ব কাউন্সিল উহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

৭। বিভাগীয় কমিটি।—(১) কাউন্সিল কর্তৃক ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে ইনষ্টিটিউশনের নিম্নবর্ণিত বিভাগীয় কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(২) বিভাগীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা কত হইবে এবং উহা কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে তাহা কাউন্সিল নির্ধারণ করিবে।

(৩) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী কাউন্সিল কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৪) বিভাগীয় কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবে।

(৫) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিটি উহার সভার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে।

৮। বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রতিষ্ঠা।—(১) কোনো দ্রব্য বা প্রক্রিয়া, ব্যবহার-বিধি পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে ইনষ্টিটিউশন উহার বিভাগীয় কমিটির সাথে পরামর্শ করিয়া বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত ইনষ্টিটিউশনের প্রবিধিমালার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া অনুরূপ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ষ্ট্যাণ্ডার্ডসমূহ বা এই প্রবিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বেকার ষ্ট্যাণ্ডার্ডসমূহ এই প্রবিধিমালা মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ইনষ্টিটিউশন তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে যে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অপর কোন ইনষ্টিটিউশন বা সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ডস ব্যবহার-বিধি পরীক্ষা-পদ্ধতিকে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন হিসাবে ব্যবহারের বিষয় স্বরান্বিত করিবার প্রয়োজনে, পরিবর্তনসহ বা ব্যতীত স্বীকৃতিদান, বা অনুমোদন করিতে পারিবে এবং এইরূপ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুমোদন-মূলক গ্রহণ সাময়িকভাবে ৬ (ছয়) মাসের জন্য বৈধ থাকিবে এবং উক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হইবে।

(৪) শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণভাবে উৎপাদনকারী ও ব্যবহারিকারী উভয়ের স্বার্থে বিবেচনা করিয়া এবং উহাদের পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনা করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৯। লাইসেন্সের জন্য আবেদন।—(১) ষ্ট্যাণ্ডার্ড মার্ক ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদানের জন্য ইনষ্টিটিউশনের নিকট প্রত্যেক আবেদনপত্র ফরম ১-এ পেশ করিতে হইবে।

(২) লাইসেন্স এর জন্য পেশকৃত প্রতিটি আবেদনপত্র এর সহিত আবেদনকারী যে পরিদর্শন ও টেষ্টিং কর্মসূচী অনুসরণ করেন বা ব্যবহার করেন এবং যাহা প্রস্তুত বা উৎপাদনের সময় আরোপ করিবার জন্য ডিজাইনকৃত ও যে দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার জন্য লাইসেন্স চাওয়া হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত বিবৃতি জমা দিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্র, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে আবেদনকারী অথবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিক, অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে কোন ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করিবার প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) লাইসেন্স এর জন্য প্রতিটি আবেদনপত্র, ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক প্রাপ্তির পর, অগ্রাধিকার অনুযায়ী নম্বরযুক্ত ও উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে।

(৫) ইনষ্টিটিউশন আবেদনকারীর নিকট হইতে যে কোন প্রয়োজনীয় সম্পূরক তথ্য বা দলিলভিত্তিক প্রমাণ চাহিতে পারিবে এবং আবেদনকারী অনুরূপ নির্দেশ পালন না করিলে ইনষ্টিটিউশন সরাসরি আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) লাইসেন্স এর জন্য প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত টাকা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) ও অনুরূপ লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রের সহিত টাকা ২৫.০০ (পঁচিশ টাকা) ফিস জমা দিতে হইবে, যাহা কোন অবস্থাতেই ফেরত দেওয়া যাইবে না।

১০। লাইসেন্স প্রদান।—(১) যে সব দ্রব্য প্রক্রিয়ার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইয়াছে সেই সব দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা এবং উক্ত সব দ্রব্য বা প্রক্রিয়া বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় স্থান রহিয়াছে কিনা উহা ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তদন্ত করিবেন।

(২) লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) ফরম ২-তে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

১১। লাইসেন্স বাতিলকরণ।—(১) লাইসেন্সে উল্লেখিত কোন শর্ত ভংগ করিলে ইনষ্টিটিউশন যে কোন লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ প্রবিধান (১) মোতাবেক কোন লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হইলে ইনষ্টিটিউশন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিবে যে, নোটিশে উল্লেখিত

সময়-সীমার মধ্যে তাহার লাইসেন্স কেন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে কারণ দর্শাইতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) উল্লেখিত সময়-সীমার মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যাখ্যা পেশ না করেন তাহা হইলে ইনষ্টিটিউশন আর কোন নোটিশ না দিয়া তাহার লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(১২) পরিদর্শনকারী অফিসার।—(১) অধ্যাদেশের অধীন নিয়োগের প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যেক পরিদর্শনকারী অফিসারকে ইনষ্টিটিউশন ফরম-৩ এ পরিদর্শনকারী অফিসার হিসাবে নিয়োগের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করিবে।

(২) পরিদর্শনকারী অফিসার কর্তব্যরত অবস্থায় উক্ত প্রত্যয়নপত্র সংগে রাখিবেন এবং দেখিতে চাওয়া হইলে তিনি উহা প্রদর্শন করিবেন।

(১৩) পরিদর্শনকারী অফিসারের ক্ষমতা।—অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনকারী অফিসার—

(ক) ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেছে কিনা এবং ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক বিনির্দেশিত নিয়মিত পরিদর্শন ও টেষ্টিং কর্মসূচী যথাযথভাবে অনুসৃত হইতেছে কিনা তাহা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক কার্য্যকালীন সময়ে যে কোন ঘর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(খ) যে কোন স্থানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন যে কোন দ্রব্য পরিদর্শন ও উহার নমুনা লইতে পারিবেন।

(গ) যে প্রক্রিয়ার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদানপূর্বক লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে সেই প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(ঘ) ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহার সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স মোতাবেক রক্ষিত বিবরণাদি পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(ঙ) অধ্যাদেশ ও এই প্রবিধিমালার বিধান অমান্য করিয়া কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট বাড়ী, স্থান বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(১৪) বৈধ লাইসেন্স বা আবেদনকৃত লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পরিদর্শন পদ্ধতি।—যে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহার করিবার লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে বা অনুরূপ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিষয়টি পরিদর্শনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কার্যক্রম প্রযোজ্য হইবে:—

(ক) যদি কোন পরিদর্শনকারী অফিসার কোন লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারীর কর্মস্থল পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন, তবে তিনি, সম্ভব হইলে, লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারীকে তাঁহার পরিদর্শনের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(খ) যদি পরিদর্শনকালে কোন পরিদর্শনকারী অফিসার কোন দ্রব্য, সামগ্রী বা উপাদানের এক বা একাধিক নমুনা লইতে চাহেন, তবে তিনি তাহা লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারী অথবা লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারীর মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির, যে ক্ষেত্রে যাহা হইবে, উপস্থিতিতে তাহা সংগ্রহ করিবেন।

(গ) পরিদর্শনকারী অফিসার তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এবং যদি লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তি দাবী জানান, তাহা হইলে দুইটি নমুনা লইয়া একটি লাইসেন্সধারী, আবেদনকারী বা উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(ঘ) পরিদর্শনকারী অফিসার তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এবং যদি লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারী বা প্রাধিকৃত ব্যক্তি দাবী জানান তাহা হইলে প্রতিটি নমুনা একটি মোড়কের মধ্যে রাখিবেন ও অনুরূপ নমুনায় যৌথভাবে সীল প্রদান করিবেন।

(ঙ) পরিদর্শনকারী অফিসারের প্রতিবেদনে সীল-এর ছাপ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং পূর্ণ বিবরণ প্রদানপূর্বক নমুনাগুলিতে লেবেল লাগাইতে হইবে।

(চ) পরিদর্শনকারী অফিসার গৃহীত নমুনা বা নমুনাসমূহের জন্য রশিদ প্রদান করিবেন এবং যাঁহাদের উপস্থিতিতে নমুনা লওয়া হইয়াছে তাঁহাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করাইয়া রশিদের একটি অনুলিপি রাখিয়া দিবেন।

(ছ) পরিদর্শনকারী অফিসার তাঁহার পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারী কর্তৃক সংরক্ষিত নিয়মিত টেষ্টিং প্রতিবেদন পরিদর্শন করিবেন এবং প্রতিবেদনে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(জ) লাইসেন্স-এর সময়কালের জন্য বার্ষিক উৎপাদন প্রতিবেদন ও চিহ্নিতকরণ ফিস পরিশোধের বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(ঝ) এই প্রবিধিমালার কোন বিধানই পরিদর্শনকারী অফিসারকে তাঁহার বিবেচনামতে লাইসেন্সধারী বা আবেদনকারীকে অগ্রিম নোটিশ প্রদান না করিয়া পরিদর্শন করা হইতে বিরত রাখিতে পারিবেনা।

(ঞ) পরিদর্শনকারী অফিসার গুদাম অথবা লাইসেন্সধারীর এজেন্টগণের নিকট হইতে অথবা লাইসেন্সধারী বা তাঁহার এজেন্টগণ কর্তৃক খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত দ্রব্যসমূহ হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্নযুক্ত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(১৫) পরিদর্শনের পর্যাবৃত্তি।—ইনষ্টিটিউশন প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য বৎসরে কমপক্ষে দুইবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে।

(১৬) পরিদর্শনকারী অফিসারের প্রতিবেদন।—পরিদর্শনকারী অফিসারকে তাঁহার প্রত্যেক পরিদর্শন সম্পর্কে ইনষ্টিটিউশন-এর নিকট বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(১৭) লাইসেন্স রেজিষ্টার।—ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে এই প্রবিধিমালা অনুযায়ী ইস্যুকৃত সকল লাইসেন্স এর একটি রেজিষ্টার ইনষ্টিটিউশনকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। রেজিষ্টারে নবায়ন ও বাতিলকরণ, যদি থাকে, সম্পর্কিত তথ্যসহ প্রত্যেক লাইসেন্সধারীর নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

ফরম-১

[প্রবিধি ২৪(ক) দ্রষ্টব্য]

ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সের জন্য আবেদন

প্রাপক

মহা-পরিচালক,
বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন,
১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।

১। আমি/আমরা (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম).....
ঠিকানায় ব্যবসারত রহিয়াছি এবং আমি/আমরা নিম্নবর্ণিত বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্রব্য/প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন' ব্যবহার করিবার জন্য বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৭ অধ্যাদেশ) অনুযায়ী একটি লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

(ক) *দ্রব্য — সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড নম্বর (সমূহ)।
প্রকার
আকার
গ্রেড

(খ) *শ্রেণী বা দ্রব্যাদি
প্রকার
আকার
গ্রেড

(গ) *প্রক্রিয়া

২। কারখানার নাম ও ঠিকানা, যদি ১ হইতে ভিন্ন হয়

.....

.....

.....

*একটি আবেদনপত্রে (ক), (খ) ও (গ)-এ অন্তর্ভুক্ত আইটেম তিনটির মধ্যে মাত্র একটির জন্য আবেদন করা যাইবে। অপর দুইটি কাটিয়া দিতে হইবে।

৩। উল্লেখিত দ্রব্যাদি/প্রক্রিয়ার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ ও রপ্তানীর পরিমাণ এবং আমার/আমাদের সর্বোত্তম জানমতে উহার মূল্য—

বৎসর	উৎপাদন	ইউনিট	মূল্য
(ক) বিগত বৎসর ----------হইতে----------			
(খ) চলতি বৎসর ----------হইতে----------			

বৎসর	রপ্তানী	ইউনিট	মূল্য
(ক) বিগত বৎসর ----------হইতে----------			
(খ) চলতি বৎসর ----------হইতে----------			

৪। সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড (সমূহ)-এর সহিত উল্লেখিত দ্রব্য প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে—

আমি/আমরা আবেদনপত্রের সহিত সংলগ্ন বিবরণ-এ বর্ণিত পরিদর্শন ও টেষ্টিং-এর তফসিল ব্যবহার করিতেছি/ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিতেছি। নিয়মিত রেকর্ডসমূহ বা অনুরূপ সকল পরিদর্শন বিবরণে বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত ফরম-এ রাখা হয়/রাখা হইবে।

আমি/আমরা সময়ে সময়ে আপনার দ্বারা বিনির্দেশিত হইতে পারে এমন নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমার/আমাদের পরিদর্শন ও টেষ্টিং কর্মসূচী আংশিক পরিবর্তন, সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।

আমার/আমাদের বর্তমানে পরিদর্শন ও টেষ্টিং-এর কোন কর্মসূচী চালু নাই, কিন্তু আমরা ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক যাহা সুপারিশ করা হইবে তদনুরূপ কর্মসূচী চালু করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।

৫। ইনষ্টিটিউশন যদি কোন প্রাথমিক পরিদর্শন বা তদন্ত করিতে চাহে তবে আমি/আমরা ইনষ্টিটিউশনকে আমাদের সাধ্যমত সকল যুক্তিযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত আছি এবং আমি/আমরা ইনষ্টিটিউশন যখন ও যেইভাবে করিতে বলিবে সেইভাবে টেষ্টিং-এর চার্জসহ উপরি-উক্ত পরিদর্শন বা তদন্তের সকল ব্যয়ভার পরিশোধ করিতে সম্মত আছি।

৬। লাইসেন্স প্রদত্ত হইলে উহা যতদিন ব্যবহারযোগ্য থাকিবার সময়কাল পর্যন্ত আমি/আমরা এতদ্বারা লাইসেন্সের সকল শর্ত এবং উপরি-উক্ত অধ্যাদেশে নির্দেশিত প্রবিধিমালা মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি। যদি লাইসেন্স বিলম্বিত বা বাতিল হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি/আমরা এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিতেছি যে, লাইসেন্স-এর আওতাধীন যে কোন দ্রব্যের উপর ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিজ্ঞাপন সামগ্রী প্রত্যাহার করা হইবে এবং উপরি-উক্ত প্রবিধিমালার বিধানসমূহ অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

তারিখ :

স্বাক্ষর

নাম

পদ নাম

.....

এর পক্ষে

(প্রতিষ্ঠানের নাম)।

ফরম-২

[প্রবিধি ২৭ (খ)]

বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহারের লাইসেন্স

লাইসেন্স নম্বর.....

১। বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৭ অধ্যাদেশ) দ্বারা ইহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ইনষ্টিটিউশন এতদ্বারা.....এর..... কে (অতঃপর "লাইসেন্সধারী" নামে অভিহিত) অতঃপর প্রথম তফসিলের প্রথম কলামে উল্লেখিত অথবা উপরি-উক্ত তফসিলের দ্বিতীয় কলামে উল্লেখিত দ্রব্য (সমূহ)/প্রক্রিয়া-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা সময়ে সময়ে সংশোধিত বা পুণরীক্ষিতরূপে উক্ত তফসিলের তৃতীয় কলামে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডসমূহ অনুযায়ী উৎপাদিত/অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ, ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছে।

২। এই লাইসেন্স উপরি-উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধিমালার পরিভাষিত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বহন করে। এই দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী লাইসেন্সধারী এতৎসংলগ্ন তফসিলে উল্লেখিত তফসিলভুক্ত চিহ্নিতকরণ ফিস উপযুক্ত উপায়ে ও সময়ে পরিশোধ করিবেন এবং টেষ্টিং ও পরিদর্শন কর্মসূচী, যাহার একটি অনুলিপি ইহার সহিত সংলগ্ন করা হইয়াছে, ইনষ্টিটিউশন-এর সন্তুষ্টি মোতাবেক অনুসরণ করিবেন।

৩। লাইসেন্স.....হইতে.....পর্যন্ত বৈধ থাকিবে এবং প্রবিধিমালা নির্দেশিত উপায়ে উহা নবায়িত করা যাইবে।

১৯.....সালের.....মাসের.....তারিখে স্বাক্ষরিত ও সীলযুক্ত করা হইল।

বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং
ইনষ্টিটিউশন-এর পক্ষে।

ইনষ্টিটিউশন-এর সীল।

৪। লাইসেন্স নবায়ন করা হইল এবং উহা.....হইতে .....তারিখ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে।

বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন-এর পক্ষে

ইনষ্টিটিউশন-এর সীল।

প্রথম তফসিল

ষ্ট্যাণ্ডার্ড চিহ্ন	দ্রব্য/ক্রিয়া	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড নম্বর এবং নাম।
১	২	৩

দ্বিতীয় তফসিল

দ্রব্য/প্রক্রিয়া	ইউনিট	প্রতি ইউনিট চিহ্নিতকরণ ফিস।	পরিশোধের প্রকৃতি।
১	২	৩	৪

সংলগ্নী

লাইসেন্স নং.....এর বরাবরে টেষ্টিং ও পরিদর্শনের কর্মসূচী।

ফরম-৩

(প্রবিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন

পরিদর্শন নিয়োগের প্রত্যায়ন পত্র

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব.....
.....(নাম ও পদ) কে, যাঁহার ফটো সংলগ্ন করা হইয়াছে ও নীচে স্বাক্ষর রহিয়াছে, অতঃপর বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশ) অনুযায়ী ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক ১৯..... সনের..... মাসের..... তারিখ হইতে পরিদর্শন হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে।

ফটো

পরিদর্শকের স্বাক্ষর

কার্যভার .....
.....
.....

বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন-
এর পক্ষে

ডঃ আজিজুর রহমান
মহা-পরিচালক।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার আবদুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।